কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার

প্রয়াস

দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৪

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের জুটিতে শিখন ও আসন বিন্যাসের ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে প্রায় সবাই বিশেষত শিক্ষকগণ একটি কারণ উল্লেখ করে থাকেন। আর তা হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অসামঞ্জস্যপূর্ণ অনুপাত। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি এবং ক্লাসের সময়ও তুলনামূলকভাবে কম।

আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিটি ক্লাসের জন্য সময় বরাদ্দ থাকে ৪০-৪৫ মিনিট। যদি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ৪০-৪৫ জন ধরা হয়, তাহলে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থী প্রতি সর্বোচ্চ এক মিনিট সময় ব্যয় করতে পারেন। এই এক মিনিট সময়ে একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সঙ্গে কতটুকু যোগাযোগ করতে পারেন? এই সময়ের মধ্যে সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা তো দূরে থাক, চোখাচোখি তাকানোও কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য অনেক শিক্ষার্থী দিনের পর দিন শিখন সংযোগের বাইরে থেকে যায়। ফলে তাদের পারগতা জানা যায় না অথবা দুর্বলতা ধরা পরে না। তাদের জন্য নিরাময়মূলক কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে সব শিক্ষার্থী মূল্যায়নে ভাল ফলাফল করে, শিক্ষকদের দৃষ্টি কেবল সেই শিক্ষার্থীদের ওপর থাকে। শিক্ষক তাদেরই পড়া ধরেন আর বাহবা দেন। পক্ষান্তরে, যে সব শিক্ষার্থী মূল্যায়নে ভাল ফলাফল করতে পারে না, তাদের প্রতি শিক্ষকদের দৃষ্টি খুব কম থাকে। ফলে ভাল শিক্ষার্থীরা বরাবরই ভাল ফলাফল করে এবং অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা বারবার অকৃতকার্য হয়। এভাবে অকৃতকার্য হতে হতে এসব শিক্ষার্থী এক সময় লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত হয়।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী যোগাযোগের এ অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষক আসন বিন্যাসের সামান্য পরিবর্তন এনে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সামগ্রিক মান উন্নয়নে সহায়তা করতে পারেন। এগিয়ে থাকা ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী মিলিয়ে জুটি তৈরি করে জুটিতে শিখন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা, শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপিত পাঠের কোনো কিছু না বুঝলে অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে পুনরায় প্রশ্ন করে বিষয়টি বোঝার চাইতে সহপাঠীর নিকট থেকে বুঝে নিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সুতরাং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের কোনো কিছু বোঝার ক্ষেত্রে জুটিতে শিখন পদ্ধতি অন্যতম কৌশল হতে পারে। এছাড়াও শিখন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে থাকা শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে সবসময়ই শিখনে সহায়তা করতে পারে।

আজকাল অনেক নামিদামি স্কুলেও শিক্ষার্থীর সাপ্তাহিক প্রদর্শিত দক্ষতা ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে পনেরো দিন পরপর শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস পরিবর্তন করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থায় প্রতি সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সামনের আসনে বসার সুযোগ দিতে হবে। শিখন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের পাশে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীও নিয়মিতভাবে শিক্ষকের নজরদারির মধ্যে থাকবে। ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর শিখন মানের অগ্রগতি হবে। এতে করে সকল শিক্ষার্থীর ফলাফল ভাল হবে এবং সার্বিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটবে।

এনামুল হক খান তাপস

গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, আমঝুপি, মেহেরপুর

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মান উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ

কমিউনিটির অভিজ্ঞতা ও মতামত

শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াই হল মূল অংশ। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও তাদের মাঝে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। পর্যাপ্ত অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ জনবল নিয়োগ, যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মান উন্নয়ন করা গেলে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মান উন্নয়নে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়। প্রায়শ শোনা যায়, সদা পরিবর্তনশীল এ সময়ে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম বিশেষ করে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণে এ বিষয়ে অপূর্ণতা রয়েছে অথবা প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতা শ্রেণিকক্ষে চর্চায় শিক্ষকগণ যথার্থ উদ্বুদ্ধ নন। স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ এ বিষয়ে সচেতন ও আগ্রহী হলে শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসু শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া নিশ্চিত হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ' এলাকার বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক প্রতিনিধি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির প্রতিনিধি, স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে আয়োজিত 'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয়' বিষয়ক কর্মশালায় বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাদের মতে, শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ কার্যকর ও ফলপ্রসূ হলেই কেবল শিক্ষার্থীদের অর্জনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। উপর্যুক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী স্থানীয় কমিউনিটির সদস্যদের মতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ হল:

- প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের পর শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ কমে গেছে। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম বিষয়ে স্থানীয় জনগণ আগের মতো সচেতন নয়। তারা মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে বিদ্যালয় তথা শিক্ষকদের উপর কোনো রূপ চাপ সৃষ্টি করতে পারছেন না।
- এসএমসি-র সভাপতি ও সদস্যগণ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম কতটুকু মানসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা দেখেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাকে তারা দায়িত্বের অংশ মনে করেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত শ্রেণি কার্যক্রমের মান যাচাইয়ের সময়, সুযোগ ও পারদর্শিতাও তাদের থাকে না।
- পিটিআই থেকে সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি চালু করতে চাইলেও পুরানো শিক্ষকগণের এক্ষেত্রে অনাগ্রহ থাকে। পুরানো শিক্ষকগণ এটাকে বাড়তি চাপ মনে করে নতুনদের বিরত রাখতে উৎসাহিত করেন। এক পর্যায়ে নতুন শিক্ষকগণ উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন ও গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করতে থাকেন।
- বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা রয়েছে। পর্যাপ্ত উপকরণ থাকলেও শিক্ষকগণ সময়ের অভাব দেখিয়ে তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন।
- পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে যাওয়া প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য অবশ্য করণীয়। অথচ শ্রেণি শিক্ষকগণ প্রায়শ কোনো রূপ পাঠ পরিকল্পনা না নিয়েই শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক ও জেলা-উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সকলেই সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলকে যোগ্যতার প্রধান সূচক মনে করেন। এজন্য সবার চেষ্টা থাকে সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার। এ কারণে মানসম্মত শিক্ষার অন্যান্য সূচকগুলোর দিকে নজর দেওয়া হয় না।
- বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনের তুলনায় শ্রেণিকক্ষ কম বা ছোট। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব হয় না। অনেক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ না থাকায় খেলাধুলা ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।
- সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও শ্রেণিকক্ষে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় না। শিক্ষকগণ ভুলেই যান যে, শ্রেণিতে শিখন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে থাকা ও পিছিয়ে পড়া এই দুই ধরনের শিক্ষার্থী রয়েছে।
- প্রায় বিদ্যালয়েই প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক কম। যারা আছেন তাদের উপর অতিরিক্ত চাপ থাকায় শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মান উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেন না।

- বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাদের পক্ষে শ্রেণি শিক্ষকগণের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া বিষয়ক কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও মনিটরিং করা সম্ভব হয় না।
- স্থানীয় পর্যায়ে জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে জনবল প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই প্রশাসন থেকে বিদ্যালয় পর্যায়ে একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং যথাযথ হয় না। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ সাধারণত শিক্ষকদের পাঠদানের সময় শিক্ষণ-মান মনিটরিং করেন না।
- সকল শিক্ষকের সি-ইন-এড বা মৌলিক প্রশিক্ষণ নেই। আবার অনেকে দীর্ঘদিন আগে মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তাদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনার সুযোগ কম।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মান উন্নয়নে আলোচিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা মোটেও দুরূহ নয়। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ, শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি, আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রশাসনের কার্যকর মনিটরিং এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সঠিক তদারকি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি তথা সামাজিক গণজাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব বলে সংশ্লিষ্ট সকলে মনে করেন।

মোশাররফ হোসেন

আমঝুপি গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া জেলার মধ্যে মেহেরপুর অন্যতম। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে আমঝুপি গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি ১৯৭০ সালে স্থাপিত হয়। এতদিন রেজিস্টার্ড বিদ্যালয় হিসাবে স্থানীয় উদ্যোগে এটি পরিচালিত হতো। ২০১৩ সালে বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে মোঃ কিতাব আলী ও এসএমসি'র সভাপতি হিসেবে মোঃ শাখাওয়াত হোসেন দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২২৫ জন।

প্রধান শিক্ষক মোঃ কিতাব আলী আমঝুপি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্য। ইতোমধ্যে তিনি গাইবান্ধার শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটি এ বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া সাত জন শিক্ষার্থীকে আবার বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ কমিটির উদ্যোগে মায়েদের নিয়ে মা সমাবেশ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএমসি'র সদস্যদের সঙ্গে সভা করে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত এবং উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

মার্চ ২০১৩ সালে এ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি, আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটি ও এলাকার অভিভাবকগণ সম্মিলিতভাবে বিদ্যালয়ে পড়ালেখার মান উন্নয়নে একজন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করে, যার মাসিক বেতন সর্বসাকুল্য তিন হাজার টাকা। প্যারা-শিক্ষকের বেতন স্থানীয় উদ্যোগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির মাধ্যমে সংগ্রহ করে প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে ২০১৩ সালে বিদ্যালয়ে ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে শত ভাগ পাশ করার কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

বর্তমানে এ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিতির হার বেড়েছে। বিদ্যালয়ের পরিবেশের উন্নয়ন ঘটেছে। শ্রেণিকক্ষ মনোরম সাজে সাজানো হয়েছে। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকগণ নিবেদিতভাবে কাজ করছেন। তাছাড়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে নিয়মিত পরিদর্শন করে বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। কমিউনিটির সদস্য ও শিক্ষকগণ মনে করছেন ভবিষ্যতে এ বিদ্যালয়টি হবে এলাকার একটি আদর্শ বিদ্যালয়।

সাদ আহাম্মদ

শতভাগ ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকরণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন

শিশুদের স্কুলে শতভাগ ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকরণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের ৮টি জেলায় (মেহেরপুর, গাইবান্ধা, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, সিরাজগঞ্জ, ভোলা, জামালপুর এবং খুলনা) কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় গত নভেম্বর মাসে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এর সহযোগী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পেইনে সবার জন্য শিক্ষার নিশ্চয়তা চাই, চাই শিশুদের স্কুলে ভর্তি এবং শিক্ষা সমাপনে সকলের অংশগ্রহণ শিরোনামে শিক্ষামেলা, আলোচনা সভা, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন মাননীয় হুইপ মির্জা আজম

প্রতিটি ক্যাম্পেইনে সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষক সমিতি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় দুই হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সকলে এলাকার শিশুদের স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষা সমাপনে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ক্যাম্পেইনে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে মাননীয় হুইপ জনাব মির্জা আজম এবং প্রতিটি এলাকার জেলা শিক্ষা অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন।

আবেদা সুলতানা

'সবার জন্য শিক্ষার নিশ্চয়তা চাই' তেঘরিয়া ইউনিয়নে শিক্ষামেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

২৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ যৌথভাবে তেঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে 'সবার জন্য শিক্ষার নিশ্চয়তা চাই, চাই শিশুদের স্কুলে ভর্তি এবং শিক্ষা সমাপনে সকলের অংশগ্রহণ' শিরোনামে শিক্ষামেলা, আলোচনা সভা, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিদ্যালয়ে শিশুদের শতভাগ ভর্তিকরণ, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষা সমাপ্তিকরণ পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে ধরে রাখার বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই শিক্ষামেলা, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

শিক্ষা বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান হুমায়ূন কবির, তেঘরিয়া কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ সদস্য শরীফ উদ্দিন আহমেদ, মোঃ আমিনুল ইসলাম। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ইউপি সচিব আব্দুল কাইয়ূম, এসেড নির্বাহী সদস্য রায়হান উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ। আলোচনা পর্বে বক্তাগণ শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে শিক্ষা ক্ষেত্রে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। আলোচনা শেষে 'বয়রা সমাচার' নামক একটি নাটক পরিবেশন করে উমেদনগর ফ্রেন্ডস ক্লাব। গান পরিবেশন করেন বাউল আব্দুর রহমান, হেলেনা আক্তার ও রুবেল সরকার। তারা গানের মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও উপকারিতা তুলে ধরেন।

জাফর ইকবাল চৌধুরী

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডভিত্তিক খসড়া ম্যানুয়াল বিষয়ক মতবিনিময় কর্মশালা

গণসাক্ষরতা অভিযান স্কুলে নিয়মিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুটি খসড়া ম্যানুয়াল উন্নয়ন করেছে। এ দুটি খসড়া ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ২৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে সাঘাটা, গাইবান্ধায় এবং ২৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে আমঝুপি, মেহেরপুরে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডভিত্তিক খসড়া ম্যানুয়াল বিষয়ক মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, পিটিআই-এর প্রশিক্ষক এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রতিনিধিসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ স্থানীয়ভাবে প্রচলিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ক দুটি খসড়া ম্যানুয়াল-এর উপর মতামত প্রদান করেন। গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে স্বাবলম্বী উন্নয়ন সংস্থা এবং মানব উন্নয়ন কেন্দ্র-এর সঙ্গে এ কর্মশালা আয়োজন করে। এ দুটি কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়ন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক পরিকল্পনা সভা

২৮ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম(এনডিপি)-এর যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ সদস্যদের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভদ্রঘাট ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ এনামুল হক তালুকদার। উপস্থিত ছিলেন এনডিপির পরিচালক ড. এ. বি. এম. সাজ্জাদ হোসেন। এছাড়া সভায় ভদ্রঘাট ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর ২৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় কমিউনিটির অংশগ্রহণে প্রাথমিক শিক্ষায় সকল শিশুর অভিগম্যতা, ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ সভায় কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সকলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপর ওরিয়েন্টেশন

২৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)-এর যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় এনডিপি'র পরিচালক ড. এ. বি. এম. সাজ্জাদ হোসেন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া সভায় কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিসহ ৭০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এতে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত এবং সমস্যা সমাধানে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ এলাকার স্কুলগুলোর সমস্যা ও সমাধানের উপায় তুলে ধরেন।

জয়া সরকার

ভোলার তজুমদ্দিনে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তিকরণে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

২২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে গণসাক্ষারতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ভোলার তজুমদ্দিনে শিশুদের স্কুলে শতভাগ ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তিকরণে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় চাঁচড়া ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি এম. আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন চাঁচড়া ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আবু তাহের মিয়া। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন, চাঁচড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম নিরব, ইউপি সদস্য গিয়াস উদ্দিন খোকন, প্রভাষক রিপন শান, মোঃ হান্নান টিপু, ধলীগৌরনগর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি জিয়াউল হক, সদস্য হারুন অর রশিদ প্রমুখ।

শিশুদের ঝরে পড়া রোধকল্পে ওয়াচ গ্রুপের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

গত ১৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এম. এ. আলী প্রতিবন্ধী স্কুলের হলরুমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, বিদ্যালয়গামী শিশুদের ঝরে পড়া রোধকল্পে ওয়াচ গ্রুপের দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন-এর সভাপতিত্বে অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফ্লোরেডা ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের পরিচালক এম. এ. আলী। ওরিয়েন্টেশনে ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরীয়া ও চরসামাইয়া ইউনিয়ন ওয়াচ গ্রুপের ১৫ জন নারীসহ মোট ৭০ জন সদস্য অংশ নেয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী জাকির হোসেন।

হারুন উর রশীদ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিবাচক পরিবর্তনের চিত্র
মুক্তিনগর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কার্যক্রম

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে রংপুর বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা গাইবান্ধা। এই অঞ্চলে নদীভাঙন, বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অভাব মানুষের নিত্যসঙ্গী। তাই সন্তানদের শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ ও সচেতনতা যথেষ্ট ছিল না। তারা মনে করতেন সন্তানদের শিক্ষার চেয়ে অর্থ উপার্জন জরুরি। এই জেলার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নে ১২টি সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের হিসাব মতে, ২০০৮ সালে মুক্তিনগর ইউনিয়নে শিক্ষার হার ছিল ৪০.০৭%, যা সার্বিক বিবেচনায় অতি নগণ্য। সকলের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহযোগিতায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ২০০৮ সালে মুক্তিনগর ইউনিয়নে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ'-এর কার্যক্রম শুরু করে। এই পথ পরিক্রমায় কর্মএলাকায় বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন প্রক্রিয়া

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও সচেতনতা অপরিহার্য। তাই শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সমাজের সকল স্তরের যেমন, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্য, ব্যবসায়ী, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সমন্বয়ে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। এই গ্রুপে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এই ইউনিয়নে বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি খানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ করা;
- বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি'র সঙ্গে মতবিনিময় সভা করা;
- স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ ও এডভোকেসি করা;
- বিদ্যালয় পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা;
- বিদ্যালয়ভিত্তিক মা/অভিভাবক সমাবেশ করা;
- বিদ্যালয়ভিত্তিক বিভিন্ন দিবস উদযাপন করা;
- ইউপি এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় করা;
- প্রাথমিক শিক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা;
- আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া;
- শিক্ষা মেলা আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্জন প্রদর্শন করা;
- ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ।

ফলাফল ও অর্জনসমূহ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর পক্ষ থেকে উপর্যুক্ত উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অর্জনসমূহ তুলে ধরা হল:

- শিক্ষক উপস্থিতি নিয়মিত হয়েছে, বর্তমান উপস্থিতির হার ৯৫%;
- শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে, বর্তমান উপস্থিতির হার ৯০%;
- শিক্ষার্থীদের পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, বর্তমান পাসের হার ৯৮%;
- ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, বর্তমান ভর্তির হার ১০০%;
- ঝরে পড়া রোধ হয়েছে ১০০%;
- এসএমসি'র সভা নিয়মিত হয়েছে এবং উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে;
- অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- স্কুলে সময়মতো ক্লাস শুরু ও শেষ হয়;
- শিক্ষক ও এসএমসি'র জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে ও বর্তমান পাশের হার ৯৮%;
- প্রতিটি স্কুলে নিয়মিত মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়;
- সরকারি অনুদানের সঠিক ব্যবহার হয়;
- বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়েছে;

- নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে;
- নিয়মিত অ্যাসেম্বলি করা হয়;
- যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যালয় পরিদর্শন বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে;
- ১২টি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;
- প্রতিটি স্কুলে কাপ দল গঠন করা হয়েছে;
- পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি ১০০% নিশ্চিত হয়েছে;
- ফলাফলের ভিত্তিতে কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে;
- বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে;
- জেলা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করার ফলে ৩টি স্কুলে ৩ জন শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছে;
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে লবিং করার ফলে ১২টি স্কুলে মোট ৬০ জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ এবং পঞ্চম শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ব্যাগ ও ছাতা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে;
- ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে এডভোকেসি করে শিশু শ্রেণি পরিচালনা করার জন্য চার লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- কার্যক্রমের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং বাজেট অপর্যাপ্ত থাকায় কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা সৃষ্টি হয়;
- পার্টনার অর্গানাইজেশনে বাজেট বরাদ্দ অপর্যাপ্ত থাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে;
- ডকুমেন্টেশন এবং সুপারভিশন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী না থাকায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর উদ্যোগে মাঠপর্যায়ে অনেক ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হলেও তা ডকুমেন্টেশন করা সম্ভব হচ্ছে না;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের উপযোগী নারী সদস্য পাওয়া কষ্টসাধ্য।

শিক্ষণীয় দিক

- জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সহজ হয়;
- ওয়াচ গ্রুপে বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধি থাকায় যে কোনো তথ্য সহজে পাওয়া যায়;
- মা/অভিভাবকদের সচেতন করার ফলে ঝরে পড়া রোধ এবং স্কুলে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করা সম্ভব;
- শিক্ষক ও এসএমসি'র সদস্যদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব;
- শিক্ষা কর্মকতাগণ কর্তৃক নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব;
- ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যদের জবাবদিহিতা নিশ্চত করা যায়;
- ওয়াচ গ্রুপের প্রচেষ্টায় ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে লবিং করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়।

উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের হিসাব মতে, ২০১৩ সালে মুক্তিনগর ইউনিয়নের শিক্ষার হার দাঁড়িয়েছে ৬৭.৩১%। এই ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সামাজিক গণজাগরণ সৃষ্টি করতে পারলে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলে মনে করেন।

শাহাদত হোসেন মণ্ডল

গাবতলী সিটি কলোনি স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী

শুরু হোক এগিয়ে চলা

আমাদের সময়ে আমরা যখন পঞ্চম শ্রেণিতে উঠতাম, তখন থেকেই শুরু হতো প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি। কিন্তু সেখানে সবাই সুযোগ পেত না, যারা সব সময় সব শ্রেণিতে ভালো করত, শিক্ষকেরা শুধু তাদের বেছে নিতেন। তাতে নিশ্চয়ই অন্যদের মন খারাপ হতো। বন্ধুদের কাছে শুনেছি তাদের মা-বাবারা এজন্য বকাঝকাও করতেন। এটাও নাকি কেউ কেউ বলতেন, 'তুই বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারলি না, তোর ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার।'

তোমরা এখন কত ভাগ্যবান, পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত সবাই সমাপনী পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছ, অনেকে ভালো ফল করে বৃত্তি পাচ্ছ, আরও ভালো করার অনুপ্রেরণা পেয়ে যাচ্ছ। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে, শুধু ভালো ফল করাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়; লেখাপড়া করে দেশের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য ভালো কিছু করতে পারলেই সত্যিকারের শিক্ষিত হওয়া যায়। আলোকিত মানুষ হওয়া যায়। অবশ্যই পরীক্ষার একটা গুরুত্ব আছে, নিজের শ্রমের ফসল পাওয়া যায়, স্বীকৃতিও পাওয়া যায়। অনেক অভাব-কষ্টের মাঝেও গ্রামেগঞ্জে যখন কোনো শিক্ষার্থী যে কোনো পরীক্ষায় ভালো ফল করে, তখন আমরা শুধু অবাকই হই না, তাকে আদর করি, সম্মান করি। ভবিষ্যতে তার পড়ালেখার দায়িত্ব নিতে অনেকে এগিয়ে আসে।

আসলে লেখাপড়া হলো সারা জীবনের কাজ, শেখার কোনো সীমা নেই, কোনো বয়স নেই। পরীক্ষা হলো নিজেকে যাচাই করার একটি ধাপ মাত্র। সেই ধাপটা সফলভাবে পার হতে হলে প্রয়োজন মনোবল, নিজের ওপরে বিশ্বাস। তোতা পাখির মতো মুখস্থ করা নয়, ভালো করে পড়া বোঝা, নিয়মিত অনুশীলনীগুলো করা এবং প্রয়োজন হলে শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর জেনে নিলে যে কোনো সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফল করা খুব কঠিন কাজ নয়। তবে সারা দিন বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকাটাও ঠিক নয়। যতদূর সম্ভব খেলাধুলা বা গান-বাজনার চর্চা করতে পারলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। নিজে সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফল করলে যেমন খুশি লাগবে, তেমনি বন্ধুরা ভালো করলে নিশ্চয়ই আরও ভালো লাগবে। আসলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা তো জীবনে এগিয়ে চলার একটি সোপান- শুরু হলো এগিয়ে চলা, তোমাদের এই সামনে যাওয়ার পথটা সুন্দর হোক, তোমাদের পরিশ্রম সার্থক হোক এই আমাদের কামনা।

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

[লেখাটি প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ২০১৩-এর প্রাক্কালে প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত।]

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' পরীক্ষামূলকভাবে প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

UKaid from the British people

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২, ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল: info@campebd.org; ওয়েব: www.campebd.org

গণসাক্ষরতা অভিযান CAMPAIGN FOR POPULAR EDUCATION